Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/118	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1290b.s. (1883)
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Sureshnath Datta; printed by S.C. Deb, 37 Mechhuabazar Street.
Author/ Editor:	Kanailal Mitra	Size:	10x17cms.
		Condition:	Brittle
Title:	Smritipat o Kamale Kamini.	Remarks:	Ballad

স্মৃতিপট

ও

কমলে কামিনী।

শ্রীকানাইলাল মিত্র

প্রণীত।

"The *cheerful* man hears the lark in the morning ; the *pensive* man hears the nightingale in the evening."

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

৩। নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—বীণাযন্ত্রে

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীসুরেশনাথ দত্ত কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১২৯০

বিজ্ঞাপন।

ঘাত প্রতিঘাতে স্মৃতিপট ও কমলে কামিনীর সৃজন। বিয়োগে, একই কল্পনার দুইটী ফল মাত্র। ইহা, এক্ষণে সমালোচক দেখিতে পারেন। আমি পাঠককে এই মাত্র বলিতে পারি যে, প্রথম প্রকাশিত হইলে, এডুকেশন গেজেট ও সাধারণীর ন্যায় গণ্যমান্য সম্বাদপত্রে, সমালোচনায় কমলে কামিনী, আমার আশাতিরিক্ত প্রশংসিত হইয়াছিল। স্মৃতিপটও কাব্যামোদীর নিকট অগ্রাহ্য হয় নাই।

কলিকাতা।
১২ই ভাদ্র—১২৯০

শ্রীকানাইলাল মিত্র।

Presented to Mr. M. Mitra
by [illegible]

স্মৃতিপট।

Hence, loathed Melancholy,—
L' ALLEGRO.

সেই তুমি, সেই আমি, সেই কুঞ্জবন ;
সেই ত ফুলের বাস, সেই ত লো মধুমাস
শ্যামার সুতান সেই কোকিল-কূজন ;
সেই ত সকলি প্রিয়ে প্রিয়-সংঘটন। ১

সেই তুমি, সেই আমি, সেই কুঞ্জবন ;
সেই ত মধুর বায়, মধুর লাগিছে গায়,
সেই ত সরসী-তীর চাঁদের কিরণ,
সেই ত সকলি প্রিয়ে সুখের কারণ। ২

সেই তুমি, সেই আমি, সেই কুঞ্জবন ;
সেই তব রূপ-রাশি, সেই ভালবাসাবাসি
সেই তমালের তলে দাঁড়ায়ে দু'জন,
তুমি হের বিশ্বচ্ছবি,—আমি চন্দ্রানন। ৩

সেই তুমি, সেই আমি, সেই কুঞ্জবন ;
ইন্দ্রপুরী পরাজিত, এই সেই সুসজ্জিত,
মন্মথরাজার, প্রিয়ে, রাজ-নিকেতন,
সেই তুমি, সেই আমি, সেই ত বিজন। ৪

সেই তুমি, সেই আমি, সেই কুঞ্জবন ;
স্মৃতির অক্ষয় পত্রে, সুন্দর সুবর্ণ ছত্রে,
এই ত রয়েছে লেখা—প্রথম মিলন,
বলেছিলে কত কথা হৃদয়-রতন। ৫

কত যে কাতরে, অয়ি প্রাণাধিকে,
বলেছিলে তুমি, আছে কি মনে ?
"চল, নাথ ! চল, আর কাজ নাই,
চল যাই দোঁহে বিজন বনে। ৬

"চল যাই চল—লোকের আবাসে
পরাণ থাকিতে চাহে না আর,
লোকালয়ে থাকি' যা'বে না হে প্রাণ,
এ জনমে শোধ প্রেমের ধার। ৭

"তুমি ত তোমার হৃদয়-মুকুরে
হৃদয় আমার দেখিতে পাও,
চাই কি না চাই দিবসযামিনী
নিরখিতে রূপ, যেমন চাও। ৮

"কৈ পাই—কৈ পাও, হে প্রাণেশ !
মিটা'তে পিপাসা পরাণ ভরি',
দরশনাবধি, হায় ! হা-হতাশে
কত নিশি গেছে, দেখ হে স্মরি' ! ৯

"কে বা সে প্রণয়ী একটি নিশ্বাস
ফেলিল হে বল মোদের তরে,
কে বা না হাসিল ? কে বা না তুলিল
কলঙ্কের ডালি মাথার'পরে ? ১০

"কেন হে কি পাপে কি কাজ করিনু,
কিসের কারণে এতই দোষ,
কা'র সে মরমে করিনু আঘাত
কিসের কারণে এতই রোষ ? ১১

"মানস-সরসে ফুটিল কমল,
স্বভাবে ফুটিল—কি দোষ ক'ার ?
রাজ-হংস আসি' বেড়িল তাহায়,
স্বভাবে মিলিল যে ধন যা'র। ১২

"আমি ত ডাকি নি, আপনি যে কাল
বসনেতে বপু ঢাকিয়া দিল,
আমি ত দি নাই, বলে সে আমার
বালিকা-বয়স কাড়িয়া নিল। ১৩

"কি জানি কোথায় ধূলা-খেলা-সাধ
জনমের মত গেল যে চ'লে,
জল উঠি' উঠি' সোণামুখী তরী
ধিকি ধিকি যেন ডুবা'ল জলে। ১৪

"কি জানি কি লাজে পুরুষ-সমাজে
যাইতে, হে সখে, নারিনু আর,
আপনি না যাই, যায় যে নয়ন
অন্বেষণ যেন করিতে কা'র। ১৫

"কা'রে যে খুঁজিতে বলিব কেমনে
দেখিনি শুনিনি মূরতি তা'র,
কিন্তু মনে ছিল দেখিলে চিনিব
পরিচয় দিতে হ'বে না আর। ১৬

"তা'রি তরে কাল আমার নিকটে
জীবনে যৌবন রাখিয়াছিল,
তা'রি তরে কাল আমার নিকটে
মনে অনুরাগ রাখি' বলিল। ১৭

"রাখ্, লো সরলে, যতন করিয়ে
এ দুই রতনে নিকটে তোর,
দেখা পেলে দিস্ যা'র ধন তা'রে
দেখিস্ লো যেন না লয় চোর। ১৮

"ফিরে নিস্ তোর আপনার ধনে
অনুরাগ তা'র যৌবন মন,
প্রেম-তরণীতে ভবনদী পার
আমিই করিব সুখে দু'জন। ১৯

"চিনিয়া তোমারে প্রাণেশ আমার
বুঝা'য়ে দিয়াছি তোমার ধন,
বুঝা'য়ে দিয়াছ আমার নিকটে
আমার সে ধনে ক'রে যতন। ২০

"হৃদয়-নাথেরে দিয়াছি হৃদয়
পেয়েছি হৃদয় আমি যে তা'র,
বল হে হৃদয়-রতন ইহাতে
কি ক্ষতি আমরা করিনু কা'র? ২১

"কে না দেখে, নাথ, কুসুম-কলিকা
সরস বসন্তে আপনি ফুটে,
কে না দেখে, নাথ, প্রাণনাথ তা'র
আপনি ভ্রমর আসিয়া যুটে? ২২

"তবু কি মানুষে বুঝি' বুঝিবে না
কালের প্রতিজ্ঞা কালেতে পুরে,
কা'র সাধ্য ভাঙে সে প্রতিজ্ঞা তা'র,
আপনি যদি না ভাঙে সে ঘুরে? ২৩

"কাল-বশে আমি হইনু তোমার,
তুমি হে আমার মনের মত,
নিলাম দিলাম কালের কথায়
উভয়ে হ'লাম উভয়ে রত। ২৪

"তাহাতে, প্রাণেশ, বল, মানুষের
কেনই হে এত পরাণ পুড়ে?
কি পাপ করিনু? কিসের কারণে,
কেনই কলঙ্ক ভুবন যুড়ে? ২৫

"দশের মাঝারে কপোতী আপন
নাথেরে, হে নাথ, চিনিতে পায়;
মুখে মুখে সুখে যুগল-মিলনে
বনের বিহঙ্গ কাল কাটায়। ২৬

"প্রণয়ে মাতিয়া হরিণ হরিণী
বেড়ায় নাচিয়া আপন স্থানে,
তা' দেখিয়া, নাথ, না দেখি ত কেহ
ব্যথা দেয় বনে তা'দের প্রাণে। ২৭

"পশু পক্ষী, সখে, সংসার মাঝারে
প্রিয়-সম্মিলনে দেখি হে রয়,
কেহ ত না দেখি এ ভব-ভবনে
চির-বিরহের বেদন সয়। ২৮

"যে দিকে নিরখি প্রণয়-বন্ধনে
সকলি যে বাঁধা দেখিতে পাই,
সুধু কি, হে নাথ, এ বিশাল বিশ্বে
মানুষে মানুষে প্রণয় নাই? ২৯

"না থাকে না থাক্, প্রণয়ীর প্রাণে
কোন্ প্রাণে ব্যথা দেয় হে নরে,
কোন্ প্রাণে বল, প্রণয়-পীযূষে
গরল মিশা'তে যতন করে? ৩০

"প্রণয়ে বিরোধী হ'য়ে, হে প্রাণেশ,
লোকের পরাণে কি সুখ হয়,
পরের পরাণ হইলে কাতর
পরের পরাণ কাতর নয়! ৩১

"মানুষে ভাসায়ে দুখের সাগরে
সুখের সাগরে মানুষ ভাসে,
মানুষের নেত্র বরিষার ধারে
মনের হরিষে মানুষ হাসে! ৩২

"মানুষেরে দুখ দেওয়া বৈ, নাথ,
এ ধরা-মাঝারে আর কি নাই,
মানুষের অন্য সুখের কারণ
মানুষেতে দুখ দিতেছে তাই? ৩৩

"ধিক্ রে মানুষ! সুন্দর-গঠন
তুমি না হে শ্রেষ্ঠ বিবেকী জীব,
তুমি না খুঁজিছ ভবের মঙ্গল
তুমি না খুঁজিছ আপন শিব? ৩৪

"তুমি না মানুষ বিজ্ঞানের বলে
আকাশ পাতালে চলিয়া যাও,
কিসের গঠিত গ্রহ উপগ্রহ
নখ-দরপণে দেখিতে চাও? ৩৫

"দর্শন আলোকে পথ দেখি' দেখি'
মানব-হৃদয়ে তুমি না যাও,
বল দেখি, সত্য বল দেখি শুনি
কি তুমি সেখানে দেখিতে পাও? ৩৬

"কি দেখিতে পাও? কিসের প্রতিমা?
স্বরগের বল? বড়ই ভুল,
আছে কি সেখানে নন্দন কাননে
ফুটি' পারিজাত প্রণয়-ফুল? ৩৭

"নহে কি সে ঠাঁই নিরয় সদৃশ
ঘোর মহারণ্য ভয়াল অতি,
অতি ভয়ানক হিংস্র পশুগণ
করে না কি, বল, তথা বসতি? ৩৮

"হা ধিক্! হা ধিক্! ইহার অধিক
বল, প্রাণাধিক, কি আর বলি?
ইচ্ছা হয় মনে, বিজন বিপিনে
যোগিনী সাজিয়ে যাই হে চলি'। ৩৯

"সাজ তুমি যোগী, সাজিবে হে ভাল,
কত সাজে, সখে, সাজিত শ্যাম,
ভাল ত বাসিত সে রূপ রাধিকা—
দেখিত মদন-মোহন ঠাম। ৪০

"মানুষ মোদের চাহেনাক আর,
মানুষে চাহিব কিসের তরে?
প্রণয় ত্যজিয়ে, প্রদীপ নিবা'য়ে
কেনই থাকিব আঁধার ঘরে? ৪১

"মানুষের মুখ দেখিব না আর,
থাকুক্ নিঠুর নিঠুরে ল'য়ে;
চল যাই চলি' আমরা দু'জনে,
থাকিব না আর বেদনা স'য়ে। ৪২

"বড়ই মানস হ'য়েছে, প্রাণেশ!
ঘুচা'তে যাতনা, জুড়া'তে জ্বালা,
বঁধুর গলেতে দিতে হে দোলা'য়ে
আপনি গাঁথিয়া মালতী-মালা। ৪৩

"প্রেমেতে পাগল হয়েছে পরাণ
প্রেম-পাগলিনী হ'ব, হে নাথ,
প্রণয়-পাগল হ'য়ে তুমি চল,
অধীনীরে লও করিয়া সাথ। ৪৪

আর ত আগুনে না পারি পুড়িতে,
নিবাও, প্রাণেশ, নিবাও জ্বালা,
ঘরের পরের যাতনা বিষম
সহিতে যে আর পারে না বালা। ৪৫

"এস এস, প্রাণ, চল যাই চল
প্রাণ জুড়া'বার যে আছে ঠাঁই,
চল যাই চল এমন স্থানেতে,
যেখানে, হে নাথ, মানুষ নাই। ৪৬

"পরাণ থাকিতে পারিব না আমি
ছিঁড়িবারে কভু প্রেমের ডোরে,
পারিব না কভু ভুলিতে তোমারে—
তুমি কি ভুলিতে পারিবে মোরে? ৪৭

"কে আর বলিবে বল্ শারীশুক
বঁধুরে পরাণে যায় কি ভোলা,
হৃদয়মোহিনী মূরতি যাহার
হৃদয়-মাঝারে র'য়েছে তোলা? ৪৮

"আয় রে হরিণ নাচিতে নাচিতে
মানবের কাণে বলিয়া যা রে,
হরিণী যে তোর প্রাণের সঙ্গিনী
কেমন নয়নে দেখিস্ তারে। ৪৯

"তুই কমলিনি, হাসিতে হাসিতে
বল্ রে বারেক মিনতি মোর,
বল্ রে বারেক নীরব ভাষায়
তোর প্রাণনাথ কি ধন তোর। ৫০

"হায় রে বিধাতঃ! কেন তুমি মোরে
মানুষ করিয়া গঠিলে ভবে,
গঠিলে ত কেন লিখিলে কপালে
এ যাতনা রাশি সহিতে হ'বে ? ৫১

"কেন তুমি তৃষা ভরি' দিয়া প্রাণে
অদূরে দেখা'য়ে শীতল জল,
কি পাপে না জানি পরাণ পুরিয়া
পিয়াস মিটা'তে না দেও বল ! ৫২

"কেন না সংসারে আমারে, রে বিধি,
জলে কমলিনী করিয়া থু'লে ?
তা' হলে ত কেহ বলিত না কিছু
দেখিতাম নাথে পরাণ খুলে। ৫৩

"অথবা কেন না আমারে ভুবনে
বন-বিহঙ্গিনী রাখিলে ক'রে ?
তা' হ'লে ত এত হ'ত না যাতনা
বঁধুর মধুর প্রেমের তরে। ৫৪

"হায় নাথ! কেন দুষি' বিধাতারে ?
লোকে বলে তুই দোষে আপন
মজিলি, ললনে, মজা'লি অপরে
হেলায় হারা'লি পরম ধন। ৫৫

"আপনি সাজা'য়ে কলঙ্কের ডালা
তুলিলি আপন মাথার'পর,
আপন ইচ্ছায় আপনার জনে
তুই রে আপনি করিলি পর। ৫৬

"আপনি রচিয়া আপনার মনে
আপন কুলেতে মাখা'লি কালী,
আপনার করে দুখের পাথারে
জীবনযৌবনে দিলি রে ডালি। ৫৭

"অহো বঁধো! আগে নাহি জানিতাম
মানুষ এতই লাগিবে বাদে,
নাহি জানিতাম কি যে দোষ হয়
হেরিলে বঁধুর বদন-চাঁদে। ৫৮

"প্রাণ যা'রে চায় প্রাণ দিলে তা'য়
বুঝিতে পারি না কি দোষ, প্রাণ,
কি দোষে না জানি কেন যে মানুষ
বিঁধি'ছে পরাণে বিষের বাণ। ৫৯

"কেন বা দেখিলে কেন দেখা দিলে
কেন বা বাসিলে—বাসিনু ভাল,
ভালবাসা, নাথ, আগে কি জানিতে
মানুষের কাছে লাগে না ভাল? ৬০

"তৃষাতুর হ'য়ে মরুভূমে যবে
সুশীতল জল খুঁজি' বেড়াই,
নাহি জানিতাম তুমিও পথিক
সেই মরুভূমে খুঁজি'ছ তা'ই। ৬১

"দেখিতে দেখিতে তোমায় দেখিয়া
হিম জলাশয় দেখিল বালা,
তুমিও আমায় দেখিয়া, প্রাণেশ,
ছুটিয়া আসিলে জুড়া'তে জ্বালা। ৬২

"কত যে হরিষে তুমি হে আমারে
বলেছিলে, নাথ, হৃদয়ে নিয়ে,
বারি অন্বেষিতে মরুর মাঝারে
অমৃত সাগরে পেলাম, প্রিয়ে! ৬৩

"দূরেতে দেখিয়া মরীচিকা, প্রাণ,
ভ্রমে ত আমরা পতিত নই,
এ প্রেমের নাম নহে ত বঞ্চনা
তবে কেন বল বঞ্চিত হই? ৬৪

"নহে ত, প্রাণেশ, এ প্রেম-তটিনী
লবণাম্বুরাশি—নিশ্চয় জানি,
নাহি ত ইহাতে হাঙ্গর কুম্ভীর
ভীষণ-দর্শন নিঠুর প্রাণী। ৬৫

"দুরু দুরু দুরু বহি'ছে তটিনী
হাসি'ছে আকাশ উপরে থাকি',
নাহিক তুফান তরঙ্গের রঙ্গ
মৃদুল বাতাসে ডাকি'ছে পাখী। ৬৬

"অনন্ত সুখের সাগরে মিশিতে
আপনার মনে ধাই'ছে নদী,
সুখের সাগরে যাইব দু'জনে
প্রবাহে তরণী ভাসাই যদি। ৬৭

"সাজাইয়া তরী আপনি যে কাল
শুন হে ডাকি'ছে 'আয় রে আয়,
ভালবাসা বাঁধি' হৃদয়-মাঝারে
কে সুখ-সাগরে যাইতে চায়।' ৬৮

"একাকিনী মোরে নাহি যা'বে লয়ে
একাকী তোমারে চাহে না হে সে,
প্রণয়িনী সনে চাহে সে প্রণয়ী
যুগল-মিলনে যাইতে লয়ে। ৬৯

"কি হ'বে ভাবিলে কুলেতে দাঁড়া'য়ে
মানুষের বাসে ফিরিয়া দেখি,
পীড়িতের এই নয়নের জল
ভেবেছ মুছা'তে আসিবে সে কি? ৭০

"আর কবে নাথ, আর কবে হ'বে—
দিন ত থাকে না ফুরা'য়ে যায়,
মনের বাসনা, ওহে প্রাণাধিক,
কবে যে না জানি পুরিবে হায়! ৭১

"দেখিতে দেখিতে সুখের তপন
হেলিল পশ্চিমে ফুরায় বেলা,
আর হে কখন বিরলে বসিয়া
খেলিব দু'জনে সাধের খেলা। ৭২

"গগনের ভানু ডুবিলে গগনে
আবার গগনে উঠিবে ভেসে,
ঘুচিবে আঁধার ফুটিবে কমল
হরিষে ভুবন উঠিবে হেসে। ৭৩

"কিন্তু প্রাণনাথ, এ ভানু ডুবিলে
সময়-সাগরে হইবে লীন,
ফিরিবে না আর ও ভানুর সাথে
এ তনু মাঝারে হ'বে না দিন। ৭৪

"তাই বলি, নাথ, আর কবে বল
মনের বাসনা পুরিবে মোর,
নিকুঞ্জ কাননে নিরখি' দু'জনে
দু'জনার ভাবে, দু'জনি ভোর! ৭৫

"আর কবে আমি তুলি' বন-ফুল
যতনে সাজা'ব আপন দেহ,
দেখিব আপনি দেখা'ব তোমায়
দেখিবে না আর মানুষ কেহ। ৭৬

"আর কবে আমি ফুল-সাজে সাজি'
আপনার মনে সাজিব রতি,
মানসমোহন সাজা'ব তোমায়
ভুবনমোহন রতির পতি। ৭৭

"এস তবে নাথ, চল যাই চল
মানুষের কাছে বিদায় হয়ে
থাকুক্ পড়িয়া কুল শীল মান
যাইব হে শুধু প্রণয় লয়ে। ৭৮

"পাষাণে পরাণ বাঁধিয়া, বঁধুয়া,
কেমন করিয়া থাকিব ঘরে,
এমন সুখের প্রণয়-প্রসূনে
কেন বিনাশিব কিসের তরে? ৭৯

"একটি রতন সবে মাত্র মোর,
এ দেহ-যাত্রার সম্বল আছে,
সে ধনে তেয়াগি, আবার কোথায়
প্রাণ বাঁধা দিব কাহার কাছে? ৮০

"আর কি হে নাথ, পৃথিবী খুঁজিয়া
মিলিবে আমার—এই আবার,
এই সে রতন—এই কহিনুর—
তোমা ছাড়া তুমি আছ কি আর? ৮১

"পেলে পেতে পারি তোমার মতন,
তোমাকে ত আর পা'ব না আমি,
আর এক 'তুমি' নাহি ত ভুবনে,
আর কা'রে আমি বলিব স্বামী? ৮২

হেম রূপ হ'তে এ হেন গুণের
বহিতেছে স্রোত আর কোথায় ?
একই রজত গিরি শির হ'তে
পবিত্র-সলিলা জাহ্নবী ধায়। ৮৩

'চাহি না থাকিতে সুরম্য ভবনে
রত্ন-অলঙ্কারে শোভিতে অঙ্গ,
থাকুক্ পড়িয়া যে আছে যেখানে
চাহি মাত্র আমি তোমার সঙ্গ। ৮৪

'হয় হ'ক্ নাথ, রতন-মন্দির—
তোমা ছাড়া কি হে থাকিতে পারি ?
কা'র মুখ দেখি সুবর্ণ-পিঞ্জরে
শুকের বিরহ ভুলিবে শারী ? ৮৫

'অথবা কোকিলা কোন্ প্রাণে, হায় !
বায়সের সঙ্গে করিবে রঙ্গ,
তাই আমি চাই, চাই নিশিদিন;
প্রাণাধিক প্রাণ, তোমার সঙ্গ। ৮৬

'যা থাকে কপালে থাকিব না আমি
বন্দী হয়ে কারা-মাঝারে আর,
বিরহ-বিধুরা বিহঙ্গিনী কেন
ভাঙ্গিবে না, প্রাণ, পিঞ্জর-দ্বার ? ৮৭

'ব্যাধ-হস্ত হ'তে যদি হে হরিণী
পলায়ন করি' পরাণ পায়,
বল নাথ, শুনি বুঝাও আমারে
কি পাপ হরিণী করিল তায় ? ৮৮

'ভিখারিণী বেশে দেশে দেশে ফিরি'
তরুতলে যা'রা প্রাণেশ সনে
যামিনী যাপয়ে, তারাও হে নাথ,
জীবন যাপয়ে হরিষ মনে। ৮৯

'কেন তবে আমি হেম-কারাগারে
রতন-শৃঙ্খল পরিব পায়,
প্রাণনাথে ত্যজি' পরিণয়ে তনু
কেন হে বাঁধিব কিসের দায় ? ৯০

"জনমের মত হৃদয় আমার
সঁপিয়া দিয়াছি হৃদয়ে যা'র,
যত দিন ভবে রহিবে এ তনু
রহিবে এ তনু শুধুই তা'র। ৯১

"পূজা করি' একে অপরে অঞ্জলি
কেমনে অর্পিব বিনোদ রায়?
প্রণয়-প্রসূনে পূজেছি তোমারে
পরাণ সঁপিব তোমারি পায়। ৯২

"যা' বলে বলুক কপট দুর্জ্জন
চল মোরা, নাথ, চলিয়া যাই,
বঁধুরে বঞ্চনা করিলে জীবনে
সুখের মুখেতে পড়িবে ছাই। ৯৩

"গগন-বিহারী পাখীর মতন
নিকুঞ্জে বিহার করিব, প্রাণ,
প্রেমের মজায় মজিয়া দু'জনে
মরতে পাইব স্বরগ-স্থান। ৯৪

"প্রেমভরে দোঁহে প্রেম-সরোবরে
প্রেমের বিহারে রহিব মাতি',
প্রেম ধ্যান জ্ঞানে, প্রেম-আলাপনে,
প্রণয়-স্বপনে পোহা'ব রাতি। ৯৫

"প্রণয়-পাগল হইব দু'জনে
পাপিয়ার সনে মিশা'য়ে তান,
পরাণ পূরিয়ে, কানন ভরিয়ে
হরিষে গাইব প্রেমের গান। ৯৬

"প্রণয়ে নাচিব, প্রণয়ে বাঁচিব,
পিরীতি করিব জীবন-সার,
হরি হরি, তবে চল যাই, কান্ত,
নাহি প্রয়োজন বিলম্বে আর। ৯৭

এই ত, প্রেয়সি, ললিত মধুর
গেয়েছিলে গান বীণার স্বরে,
মুগধ করিয়া পরাণ আমার
গেয়েছিলে গান প্রেমের ভরে। ৯৮

গেয়েছিলে গান কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
দেখেছিনু সেই নয়ন-জলে,
প্রেম-সিন্ধু এক উথলি' উঠিয়া
দু' আঁখি দু'কুল ভাসা'য়ে চলে। ৯৯

সেই জলে, প্রিয়ে, হৃদয় আমার
ঝাঁপ দিল গিয়া আপনি ধেয়ে,
চিত-হারা আমি অবাক্ বদনে
মুখ পানে তব রহিনু চেয়ে। ১০০

এবে ত সে কুঞ্জে আসিয়াছি দোঁহে,
একবার আসি' পুরেনি সাধ,
প্রাণ ভরি' এবে পুরাও বাসনা,
জুড়াও যাতনা, হৃদয়-চাঁদ। ১০১

এই ত, প্রেয়সি, চিত-বিনোদন
ফুলের গাঁথন প্রেমের হার,
পরাণ বাঁধিতে এমন জিনিষ
কোমলে কঠিন নাহিক আর। ১০২

Dhiraj Krishna Mitra

কমলে কামিনী।

"But hail, thou Goddess, sage and holy!"
IL PENSEROSO.

অপার অনন্ত জলধির জলে,
এলা'য়ে নিবিড় জলদ কুন্তলে,
কে তুমি, কামিনি, কনক-কমলে
র'য়েছ দাঁড়া'য়ে চিত্ত-বিনোদিনি ?

নিরখিয়া এই ভীম পারাবার,
নিরখিয়া ঢেউ পর্ব্বত-আকার,
হয় না কি তব ভয়ের সঞ্চার
কোমল হৃদয়ে, কমলবাসিনি ? ১

দুরন্ত দুর্জ্জয় কুম্ভীর মকর,
ঘুরিতেছে সদা ক্ষুধায় কাতর,
পুরে না কখন যা'দের উদর,
এ বিশাল বিশ্ব করিলে ভক্ষণ ;

যা'দেরি কবলে এ অগাধ জলে,
ভারতভুবন গেছে রসাতলে,
এ অগাধ জলে যা'দেরি কবলে
মূর্চ্ছাগত ফ্রান্স অমরজীবন। ২

সেই সে প্রচণ্ড নির্দ্দয়-হৃদয়
রিপুগণে তুমি না করিয়া ভয়,
নাহি জানি, ভদ্রে, কিসের আশয়,
কমলে দাঁড়া'য়ে, কমলে কামিনি,

গুণিতেছ ঢেউ মহা পারাবারে,
অপাঙ্গে হেরি'ছ কৃতান্ত সবারে,
মহানন্দে কভু—কভু অশ্রুধারে,
তুমি কি গো, সতি, স্বতঃ পাগলিনী ?

দেখিতেছি তব প্রথম যৌবন,
চম্পক বরণ অপূর্ব্ব বদন,
প্রেমভাতি তা'য় ফুটি'ছে, যেমন
বালার্ক সিন্দূর স্বচ্ছ নীলাম্বরে ;

নিরখি' সুঠাম বপুর গঠন,
মনে হয় বিধি করিল সৃজন .
মরতে বিনোদ সুরগ-ভবন
অমৃত ভাণ্ডার মানবের তরে। ৪

ক্ষয়ে যে ভাণ্ডার দ্বিগুণিত হয়,
দেহেতে জীবন যত দিন রয়
যে সুধার নাম 'পবিত্র প্রণয়,'
আকাশ-ধ্বনিতে শুনিল মানব ;

যে সুধার তরে ভূপতি ভিখারী,
ভিখারী ভূপতি, বনে বনচারী
প্রবেশি' সংসারে হয় সে সংসারী,
হেরি' অবনীতে স্বর্গের বৈভব। ৫

তপোবন মাঝে যে সুধা ভাণ্ডার,
ভূপ ভাগ্যধর করি' অধিকার,
গলেতে পরিল বনফুল হার,
দেবতা-দুর্লভ মেনকা-নন্দিনী ;

ওদিকে আবার যে সুধা-ভাণ্ডার,
'মিরাণ্ডা' লভিয়া নৃপতি-কুমার
মরতে করিল স্বরগে বিহার,
অরণ্য ভিতরে কমলেকামিনী। ৬

সেই সুধাময়ী প্রতিমারূপিনী,
মরতে স্বরগ তুমি বিনোদিনি,
কোন পথ দিয়া আসি একাকিনী,
এই সে করাল কালান্ত সাগরে,

কমল-আসনে চরণ রাখিয়া,
কভু বা হাসিয়া কভু বা কাঁদিয়া,
যেতেছ তরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া,
তোমায় কি মন্ত্র শিখা'লে অমরে ? ৭

অথবা নিতান্ত হ'য়ে জ্বালাতন
ক'রেছ কি, সাধ্বি, হেথা আগমন,
এ হেন প্রতিমা দিয়া বিসর্জ্জন,
অদিনে দশমী দেখা'তে আমারে ?

দেখ দেখ, ভদ্রে, কমল তোমায়,
তরঙ্গ-প্রহারে বুঝি বা এবার,
চারু কলেবর লুকাইল তা'র
এই সে বিশাল মহাপারাবারে। ৮

ডুবে সে ডুবুক্—কিবা দুঃখ তায় ?
জড় সে—ডুবিলে কেবা দুঃখ পায় ?
কিন্তু সে ডুবিলে তোমার উপায়
কি হ'বে গো বল, অয়ি সুবদনি ?

সহকার-চ্যুত ধরণী-লুণ্ঠিত
কোথায় মাধবী র'য়েছে জীবিত ?
কমল বিহনে তা'ই সে নিশ্চিত
এ কাল সাগরে ডুবিবে, রমণি। ৯

আ মরি এ হেন মাধুরী মধুর,
এ হেন নবীন যৌবন-অঙ্কুর,
এ হেন নিবিড় চিকণ চিকুর,
এ হেন স্বর্গীয় সুধার ভাণ্ডার !

সব যা'বে, হায়, এ কাল সাগরে
তোমার গো সতি, জনমের তরে
এই অভাগার নয়ন উপরে,
এও কি অদৃষ্টে ছিল রে আমার ? ১০

তা' হ'বে না কভু পরাণ থাকিতে,
তোমায়, সুন্দরি, দিব না ডুবিতে,
এ ঠাঁই তোমায় হইবে ত্যজিতে,
জল-কেলি-ঠাঁই এ নয় তোমার।

বলিতে হৃদয় যায় যে বিদরি',
তথাপি তোমায় বলিব, সুন্দরি,
হারায়েছি আমি কেমনে কি করি,
এ সাগর মাঝে কি ধন আমার। ১১

নির্ম্মল আকাশে মৃদুল সমীরে,
আশার মন্ত্রণা শুনি ফিরে ফিরে,
ধীরে ধীরে ধীরে এই সিন্ধুনীরে,
লাভাশয়ে হায় আমি দুরাশয় !

কত যে সাধের সোণামুখী তরী,
বাণিজ্য করিতে ভাসা'নু সুন্দরি,
কতই সামগ্রী পরিপূর্ণ করি',
জানেন বিধাতা—আর কেহ নয়। ১২

ভাসিল যে তরী অমনি গগন,
ঘোর অন্ধকারে হ'ল নিমগন,
উঠিল নিঠুর প্রবল পবন,
তরঙ্গে ডুবিল তরী সে আমার ;

আবার মৃদুল মৃদুল বাতাস,
বহিল উপরে হাসিল আকাশ,
আবার শুনিনু আশার আশ্বাস
ভাসা'নু সাগরে তরণী আবার। ১৩

আবার গগন ডুবিল আঁধারে,
ছুটিল পবন ভীষণ হুঙ্কারে,
আবার তরঙ্গ উঠি' পারাবারে
ডুবা'ল সাধের তরণী আবার—

এইরূপে হায় যা' ছিল আমার,
আশার মন্ত্রণা শুনি' বার বার,
দিয়াছি সঁপিয়া অলধি মাঝার,
আমার বলিতে নাহি তৃণ আর। ১৪

সেই মায়াবিনী এই সর্ব্বনাশ
করেছে আমার ধ্রুব বিশ্বাস,
তবুও যে, সতি, আমি তা'র দাস
হইয়া লুটাই সে রাঙ্গা চরণে ;

কি লজ্জা বলিতে, হা ধিক্! হা ধিক!
এখনও যে তা'রে প্রাণের অধিক ;
ভালবাসি আমি অভাগা বণিক
কেন ভালবাসি কহিব কেমনে? ১৫

কেন ভালবাসি ভালবাসা জানে,
আর কেহ তাহা জানে না এখানে,
যুগ যুগান্তর দর্শন সন্ধানে,
যা'র তত্ত্ব কভু না পায় মানবে ;

আমি জানি শুধু যা' জানে সকলে,
নেহারি' তাহার বদন-কমলে,
যে সুখ পাই গো অবনীমণ্ডলে,
সে সুখের তুল সে সুখে সম্ভবে। ১৬

গিয়াছে যে ধন সে বা কোন ছার,
পারি বিসর্জ্জিতে জীবন আমার,
যদি গো সুন্দরি, এবে একবার
পাই সে মুখের মধুর হাসনি ;

যে হাসি সে হাসি' তুষিল আমায়
ধীর সমীরণে যত বার হায়,
ভাসা'নু তরণী তাহার কথায়
সেই হাসি তা'র—অয়ি সুবদনি। ১৭

একবার, সতি, এক দণ্ড কাল,
হোক্ সে প্রসঙ্গ ঘুচুক্ জঞ্জাল,
এক বার, সতি, এক দণ্ড কাল,
হাসুক্ সে আমি দেখি আঁখি ভরে ;

সে হাসিলে, সতি, হাসিবে গগন
আর না তাপেতে দহিবে তপন
ফুটিবে কুসুম নয়ন-রঞ্জন
বরষায় হ'বে বসন্ত অন্তরে। ১৮

কিন্তু যে অবধি এ দশা আমার,
সে অবধি সে যে তুমিল না আর,
হাসিয়া সে হাসি, এ কি ব্যবহার
প্রণয় কি, সতি, সম্পদের বশ ?

তা' নয় তা' নয় দরিদ্রতা তরে,
সে আমারে কভু ঘৃণা নাহি করে,
হেরি' অভাগারে বিপদ-সাগরে,
প্রেমভরে তা'র বদন বিরস। ১৯

যা' হোক্ তা' হোক্ ক্ষতি নাই তায়,
তা'র ভালবাসা না বাসা আমায়
গণি না সুন্দরি—কেবা কবে হায় !
ভালবাসা আশে ভালবাসে ফুলে ?

ভালবাসা আশে নাহি বাসি ভাল,
ভালবাসি তা'য় বাসি চিরকাল,
কে জানে সম্পদ বিপদ-জঞ্জাল,
কে জানে সাগরে—কূলে কি অকূলে। ২০

এই দেখ তা'র ধরিয়া চরণ
এ কাল সাগরে আজিও এখন,
জীয়ে আছি, সতি, হইনি মগন,
ধন ল'য়ে সে যে দিয়াছে জীবন ;

কিন্তু এ জীবনে কি বা কাজ আর,
কোন্ পথে গেছে জীবিকা আমার।
তবু যে বিচ্ছেদ-ভয়েতে গো তার
মরিবার সাধ উঠে না কখন। ২১

জানি আমি সে যে কেবল ছলনা,
মরীচিকাময়ী অলীক কল্পনা,
জানি আমি, সতি, সেই সুলোচনা
ঘটাকাশে শুধু আকাশ-কুসুম ;

মুকুতার লতা এ চিত্ত-কাননে,
কুসুমিত যাহা হ'বে না জীবনে,
ছায়ার আকৃতি মানস-দর্পণে
আকাশের গায় কাশ্মীরী কুঙ্কুম। ২২

হোক্ তা'য়, সতি, কি ক্ষতি আমার,
সুস্বপনে সুখ নাহি হয় কার ?
সে স্বপন ভঙ্গে কে বা পুনর্ব্বার
চাহে না ঘুমা'তে দেখিতে স্বপন ?

কোথা তবে সুখ জড়ে কি অন্তরে,
লোকালয় কিম্বা দুর্গম প্রান্তরে,
ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্য ভিতরে
কোথায়, গো সতি, তা'র নিকেতন ?

বহুদিন হ'ল শরতের শশী,
প্রাসাদ উপরে দেখিতাম বসি'
সুনীল আকাশে হাসিত সে রসি',
ভাসিত মানস সুখ-সিন্ধু-নীরে

আজিও শরতে সেই শশধর,
আজিও শরতে সেই নীলাম্বর,
লোকে বলে আছে আজিও সুন্দর,
আমি দেখি তা'রা ডুবেছে তিমিরে। ২৪

কোথা তবে সুখ বল গো ললনে,
মানসে ? কি সেই শশাঙ্ক-বদনে ?
ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্য-ভবনে,
কোথা তবে সুখ নিবসতি করে ?

আদি কাল হ'তে খুঁজিতেছে নর,
জলে স্থলে বনে দেশ দেশান্তর,
পেয়েছে কেবল ঋষি পুণ্যধর,
কোথা তবে সুখ জড়ে কি অন্তরে ? ২৫

সুখ সে মানসে প্রাণ রূপে স্থিত,
পরমাত্মা সনে রয়েছে মিলিত,
ভবিষ্যে তাহার ভবন নিশ্চিত,
ভূত বর্ত্তমান পর্য্যটন-ভূমি ;

এসেছে গো সতি, তোমার সহিত,
তোমার সহিত যাইবে নিশ্চিত,
ফিরিয়া আলয়ে পুলকে পূরিত,
সাথে করি যদি ল'য়ে যাও তুমি। ২৬

কেন তবে আশা করিব বর্জ্জন ?
হোক্ মরীচিকা,—সুখের কারণ,
জাগরণে মোর জীবন্ত স্বপন,
জীবন থাকিতে ভাঙ্গিবার নয় ;

জীয়ে আছি আমি তা'র পদাশ্রয়ে,
তুমি কেন, সতি, কোন্ দুঃখ স'য়ে,
এ হেন সাগরে এ হেন সময়ে,
হের অন্ধকার ত্রিভুবনময় ? ২৭

এ যৌবন কালে ও রূপের ঘরে,
অবলা অজ্ঞান সরল অন্তরে,
সুধা-ভাণ্ডারের চাবি ল'য়ে করে,
'এই নেও ধর' বলিছ আমায় ?

দিও না দিও না ও চাবি আমারে,
তরঙ্গসঙ্কুল এই পারাবারে,
দিও না দিও না ও চাবি আমারে,
দিও না ভুজঙ্গে মাণিক মাথায়। ২৮

যাও তুমি, সতি, ত্যজিয়া এ ঠাঁই,
সম্ভোগের দ্রব্য হেথা তব নাই,
বিষম সাগর বিষম সদাই,
বিহারের স্থান এ নয় তোমার ;

থাক্ পারিজাত নন্দন কাননে,
বিস্তারি' সুরভি তুষি' দেবগণে,
চাহি না তাহারে চাহি না অরণ্যে,
কামিনী-কুসুম চাহি না আমার। ২৯

যাও তুমি সেই অট্টালিকা মাঝ,
পরিবে যথায় পরীর সুসাজ,
রত্ন-অলঙ্কারে করিবে বিরাজ,
রূপের সাগরে ভোগের সাগর—

মিলিছে যেখানে আহা মরি মরি!
সেই সন্ধিস্থলে দাঁড়াও, সুন্দরি,
বারেক এ ঠাঁই পরিহার করি,
দেখি হয় কি না দৃশ্য মনোহর। ৩০

না না না—হ'ল না—সাজিল না সতি,
এখানে তোমার সোনার মূরতি,
হয়েছে মলিন, যাও শীঘ্রগতি
অন্য ঠাঁই তুমি ত্যজি' এ আবাস;

নিদ্রা নাই হেথা কোমল শয়ন,
ঘর্ম্ম নাই হেথা পাখার বীজন,
ক্ষুধা নাই হেথা রসনা-রঞ্জন
সুমিষ্ট সুখাদ্য আছে বারমাস। ৩১

তোষ নাই হেথা বাজি'ছে মৃদঙ্গ,
নাচি'ছে নর্ত্তকী করিতেছে রঙ্গ,
উঠি'ছে প্রবল হাসির তরঙ্গ,
ধাই'ছে পতঙ্গ পুড়িতে অনলে;

কমলে এখানে নাহিক সুত্রাণ,
এখানে তোমার বাঁচিবে না প্রাণ,
যাও তুমি, সতি, ত্যজি' এই স্থান,
বিলাসের নাম প্রণয় কে বলে? ৩২

দেখিল না, সতি, যে বিলাস-দাস
কোথায় সে মূর্খ করি'ছে নিবাস,
ফেলিল না হায়, একটি নিশ্বাস,
দুখিনী ভারত-জননীর তরে;

সেই নরাধম করে কি কখন,
কমলেকামিনী-রূপ দরশন?
অসুরের তরে নহে কদাচন
স্বরগের সুধা অবনী-ভিতরে। ৩৩

উদ্যানেতে তার হোক্ বজ্রাঘাত,
বীণ্ পাখোয়াজ হোক্ ভস্মসাত,
লক্ষ্ণৌঠুংরি যাউক্ নিপাত,
লুপ্ত হোক্ দেখি বিলাসের নাম ;

জীবনেতে তার কোন্ প্রয়োজন,
বিলাস যাহার বীজ মন্ত্র ধন ?
দেখে না যে কভু মেলিয়া নয়ন,
ভারতের চক্ষে অশ্রু অবিশ্রাম। ৩৪

অশ্রু অবিশ্রাম বর্ষ সপ্ত শত,
বরষি' জননী বিধবা ভারত,
"হা হতোস্মি" মুখে বলেন নিয়ত,
কাল-সিন্ধু-তীরে মুমূর্ষু পড়িয়া ;

সপ্ত শত বর্ষ এই সে রোদন,
এক দিন তরে না করি শ্রবণ,
যে পামর-মতি বিলাসে মগন,
মৃদঙ্গ বাজায় হাসিয়া হাসিয়া,— ৩৫

প্রক্ষালিয়া পদ তা'র সে রুধিরে,
যাও তুমি, সতি, কৃষির কুটীরে,
শোভিবে দ্বিগুণ এ অমূল্য হীরে,
অন্ধকার মাঝে উজ্জ্বল আভায় ;

এখানে কমল অতি নিরমল,
সম্ভোগের দ্রব্য অন্ন আর জল,
এখানে সাগর হয় না চঞ্চল,
ইতিহাস সে ত জানিতে না পায়। ৩৬

জানিতে না পায় কেমনে দুর্জ্জন,
দস্যু ডেরায়স্ লুটিল রতন,
আসি এ ভারতে, শুনে না কখন
সোমনাথ শিব কে ভাঙ্গিল কবে ;

জানে না যে দুষ্ট ঘোরি দুরাচার,
কেমনে ভারতে আসিয়া ন বার,
লুটিল অমূল্য রতন-ভাণ্ডার,
তুল নাহি যার এ বিপুল ভবে। ৩৭

জানে না যে জন ক'জন যবন,
কাড়ি' নিল বঙ্গে রাজ-সিংহাসন,
পলাইল রাজা না করি' ভোজন,
কলঙ্কের ডালি করিয়া মাথায় ;

দেখিল না কভু যে অন্ধ নয়ন
কি রক্তে উদয় ইস্লাম্ তপন
কেমনে বা পুনঃ হ'ল অদর্শন
সুদিনে কুদিনে কাহার প্রভায়। ৩৮

কেমনে গো সতি, বিদেশী বণিক,
আজি এ ভারতে ভূপতি অধিক,
কেমনে গো হায়, হা ধিক ! হা ধিক !
চিরদিন মোরা দলিত চরণে ;

* * * *
* * * *
* * * *
* * * *

ধন্য হে কৃষক তুমি ধন্য ভবে,
এ স্বর্গীয় সুধা তোমাকে সম্ভবে,
ধর তবে নেও অতুল বৈভবে,
রাজা হও তুমি কুটীরে আপন ;

রাজা হও তুমি কুটীর মাঝার,
রাণী হ'বে এই রমণী আমার,
মঞ্চ সিংহাসনে আনন্দ অপার,
নয়নে নয়নে রহিবে দু'জন। ৪০

রহিবে দু'জন সরল সরলা,
প্রণয়-হারেতে সুশোভিয়া গলা ;
নাহি রবে জ্বালা নাহি রবে মলা,
সুখ-নিদ্রা কভু নাহি হ'বে ভঙ্গ ;

শ্রান্তিতে তৃষায় সুখে পি'বে নীর,
ক্ষুধা পেলে অন্ন খা'বে হয়ে স্থির,
কাল-স্রোতে সুখে ঢালিবে শরীর
উঠিবে না তায় একটী তরঙ্গ। ৪১

যাও তবে, সতি, যাও সেই স্থানে,
জনমের মত পাইবে যেখানে,
বিমল আনন্দ কোমল পরাণে,
এক দিন তরে হবে না দুখিনী ;

যাও তবে শীঘ্র কর পরিহার,
এই 'সে আমার ভীম পারাবার,
বিহারের স্থান এ নয় তোমার,
তরঙ্গে কেন গো কমলেকামিনি ? ৪২

আর না আর না যাও শীঘ্র যাও,
ভাসিয়া আনন্দে চাষারে ভাসাও,
হাসিয়া কুটীরে তাহারে হাসাও,
নাশিয়া ভরতে তিমির গভীর,

আর না আর না যাও শীঘ্র যাও,
কেন মিছে কাঁদি' আমারে কাঁদাও,
বাঁচিয়া পরাণে চাষারে বাঁচাও,
তোমা তরে চাষা হয়েছে অধীর। ৪৩

চেয়ে দেখ, সতি, প্রখর তপনে
ধান কাটে চাষা মাঠেতে যতনে,
হৃদয়ের পানে চাহে ক্ষণে ক্ষণে,
দেখিতে তোমার রূপ গো সরলে ;

ফিরিয়া যে চাষা আসিতেছে ঘরে,
মাথে করি ধান—ক্লান্ত কলেবরে,
পড়িতেছে ঘাম দর্ দর্ দরে,
যাও গো সে ঘাম মুছাও অঞ্চলে। ৪৪

তা যদি না যাও, যাও তবে তুমি,
ত্যজিয়া, গো সতি, এ ভারত ভূমি,
যেখানে মানস যাও তবে তুমি,
পার হয়ে শীঘ্র ভারত সাগর ;

কি কাজ এখন ও বিধুবদনে,
কি কাজ এখন প্রেম আলাপনে ;
বিষম নিগড় পড়েছে চরণে,
কারাগারে আমি ভবন ভিতর। ৪৫

জননীর কণ্ঠে লৌহ-হার যার,
প্রণয়-মালিকা গলে দোলে তার !
ছিছিছি সাজে না এ সময়ে আর,
কমলিনী—কান্ত—কোমল জীবন ;

দাবানল-দগ্ধা হরিণীর মত,
আজি গো সুন্দরি বর্ষ সপ্ত শত,
ছটফটি হায় ভ্রমিছে ভারত,
শীতল সলিলে জুড়া'তে জীবন। ৪৬

হায় রে বিধাতঃ, কত কাল আর,
এ কাল আগুন বক্ষস্থলে মার
রবে প্রজ্বলিত ? বল একবার
ক'জন মরিলে বাঁচিবে ভারত ?

বাঁচিবে কি হায় ! মুমূর্ষু পরাণ,
ভারতের ভাগ্যে হবে পরিত্রাণ ?
না হয় হোক্ এ ভারত-শ্মশান,
নিশান থাকিবে চিরদিন মত। ৪৭

কি সুখের চিন্তা ! এই গঙ্গাজলে,
তরণীতে যাবে বিদেশীর দলে,
সম্ভাষি নাবিক কহিবে সকলে
"এই সে ভারত হয়েছে শ্মশান" !

"বহুদিন সহি যন্ত্রণা অপার,
জননীর দুঃখ নয়নেতে আর
না পারি দেখিতে, হায় রে ইহার
কোটী কোটী কোটী মরিল সন্তান।" ৪৮

এই মহাবাক্য লিখিবে লেখনী,
ক'বে ইতিহাস শুনিবে ধরণী,
শিখরে শিখরে হবে প্রতিধ্বনি,
"কোটী কোটী কোটী মরিল সন্তান"—

হায় রে সে দিন কাল পঞ্জিকায়
কোথা লিখা আছে ? কে দেখিতে পায় ?
কে দেখিতে পায় বিধির ইচ্ছায়
ক'বে ভারতের জুড়াবে পরাণ ! ৪৯

এ সময়ে কেন হৃদয়-মোহিনি,
প্রণয়-কমলে তুমি প্রণয়িনি ?
এ সময়ে, সতি, চিত-বিনোদিনি,
ভারত তোমায় হইবে ত্যজিতে ;

একান্ত যদি না ত্যজিবে ভারত,
এস তবে দোঁহে গাই অবিরত,
পিঞ্জরে আবদ্ধ শুক শারী মত,
এ ভারতে কেহ পারে না মরিতে।" ৫০

সমাপ্ত।

Dhiraj Krishna Mitra

Printed by Sarachchandra Deva, at the Vina Press
37 Machuabazar Street,—Calcutta.